দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
শনিবার
১০ মাঘ ১৪৩২, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

North South University Library

উচ্চশিক্ষায় আমাদের লক্ষ্য বিশ্বনাগরিক তৈরি করা

—অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী
উপাচার্য, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, বোর্ড চেয়ারম্যান, গ্রামীণ ব্যাংক

দেশের উচ্চশিক্ষায় বৈশ্বিক মানসম্পন্ন কারিকুলাম প্রণয়ন এবং গবেষণাভিত্তিক শিক্ষায় অনন্য এক নাম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)। তিন দশকের পথচলায় দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি কেবল সনদধারী গ্র্যাজুয়েট তৈরি করেনি; বরং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরিতেও অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। আধুনিক প্রযুক্তির এআই ল্যাব থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার প্রসার এবং সুবিধাবঞ্চিত মেধাবীদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচন—সব ক্ষেত্রেই এনএসইউ আজ একটি অনুকরণীয় মডেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অর্জন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, এআই-নির্ভর শিক্ষা এবং বেসরকারি উচ্চশিক্ষা খাতের নানা চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে ইত্তেফাকের সঙ্গে কথা বলেছেন এনএসইউয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন হামিদুর রহমান।

ইত্তেফাক : আগামী এক দশকে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তনটি প্রয়োজন বলে মনে করেন?

অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী : আগামী দশকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খাতের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো একাডেমিক স্বাধীনতা ও সক্ষমতা অনুযায়ী প্রসারের সুযোগ। বর্তমানে আমাদের এক ধরনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখা হয়েছে, বিশেষ করে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যার ওপর। আমি মনে করি, একটি প্রতিষ্ঠানকে বড় হওয়ার এবং গুণমান বজায় রেখে সেবা দেওয়ার সুযোগ রাষ্ট্রকে দিতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মান ও অবকাঠামোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

ইত্তেফাক : বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি? মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এখন সবচেয়ে জরুরি সংস্কার কী?

অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী : সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিষয়ভিত্তিক সীমাবদ্ধতা বা কোটা সিস্টেম। ইউজিসিকে শুধু সিট সংখ্যা নির্ধারণ না করে বরং শিক্ষার্থীদের পছন্দের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে পড়তে চায়—লিবারাল আর্টস, বিবিএ নাকি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তা তাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। প্রতিষ্ঠান যখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে, তখনই কেবল মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। সংস্কারের ক্ষেত্রে আমাদের কারিকুলামের দিকে বেশি নজর দিতে হবে।

ইত্তেফাক : আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে এনএসইউ অবস্থান উন্নয়নে কী কৌশল নিচ্ছেন? বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ ডিগ্রি বা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের ভবিষ্যৎ কী?

অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী : আমরা আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা এবং বৈশ্বিক যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট এবং কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট বিদেশি শিক্ষক ও কারিকুলামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিকভাবে দক্ষ করছে। আমরা রাশিয়ান, জাপানিজ এবং কোরিয়ান সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ ও কালচারাল প্রোগ্রাম পরিচালনা করছি, যা আমাদের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম ও আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে নিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

ইত্তেফাক : চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে আপনাদের পাঠ্যক্রমে কী ধরনের পরিবর্তন এনেছেন?

অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী : আমরা পাঠ্যক্রমে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। বিশেষ করে এআই এবং ডেটা সায়েন্সকে মূল ধারায় নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স মেশিন ল্যাব এবং গুগল সমর্থিত সাইবার সিকিউরিটি ক্লিনিক শিক্ষার্থীদের সরাসরি ইন্ডাস্ট্রি-লেভেল অভিজ্ঞতা দিচ্ছে, যাতে তারা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকে। সিএসসি এবং ট্রিপল-ই বিভাগের শিক্ষার্থীরা এখন কেবল তত্ত্বীয় জ্ঞান নয়; বরং ফিউচার স্কিল নিয়ে বের হচ্ছে, যাতে তারা বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে।

ইত্তেফাক : আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের সহায়তা রয়েছে?

অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী : আমরা একটি 'সামাজিক ও নৈতিক মডেল' অনুসরণ করি। আমরা একটি ব্যালেন্সড মডেল অনুসরণ করি। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের কাছ থেকে আমরা ন্যায্য টিউশন ফি নিচ্ছি, যা দিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব, লাইব্রেরি এবং বিদেশি শিক্ষক নিশ্চিত করছি। আবার একই সঙ্গে এই তহবিল থেকেই আমরা অসচ্ছলদের জন্য বিশাল অঙ্কের আর্থিক সুবিধা দিচ্ছি, যাতে অর্থাভাবে কারও শিক্ষা থেমে না থাকে। আমাদের এমন অনেক শিক্ষার্থী আছেন যারা ড্রাইভার বা ক্লিনারের সন্তান, যাদের হয়তো এত বড় প্রতিষ্ঠানে পড়ার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু আমরা তাদের সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা দিয়ে পড়ানোর সুযোগ করে দিচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য হলো, যার সামর্থ্য আছে তার থেকে আমরা নেব, আর যার নেই তাকে আমরা সর্বোচ্চ আর্থিক সহযোগিতা করব। এটাই শিক্ষার মান ও সহজলভ্যতার মধ্যে আমাদের ভারসাম্য।

ইত্তেফাক : বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বাণিজ্যিক বাস্তবতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করেন?

অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী : এটি 'সামাজিকভাবে এবং নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ' মডেলের ওপর দাঁড়িয়ে। আমরা বাণিজ্যিক বাস্তবতা অস্বীকার করি না। কারণ একটি প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে হলে সারপ্লাস মোডে থাকতে হয়। তবে এই সারপ্লাসের লক্ষ্য মুনাফা নয়, বরং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের সেবার মান বাড়ানো। আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিপুল পরিমাণ স্কলারশিপ ও ফাইনান্সিয়াল এইড দিই। নারীদের উন্নয়নের জন্য আমাদের বিশ্বব্যাংক এবং সিটি ব্যাংকের সাপোর্টেড প্রজেক্ট রয়েছে, যার মাধ্যমে অনেক নারী উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। আমরা চাই প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন সু-আর্থিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে দিয়ে তার শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারে।

ইত্তেফাক : একাডেমিক সাফল্যের বাইরে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, নৈতিকতা ও বৈশ্বিক নাগরিকত্ব গড়ে তুলতে আপনাদের কী উদ্যোগ রয়েছে?

অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী : কেবল ক্লাসরুমের শিক্ষায় আমরা সীমাবদ্ধ নই। আমরা চাই, ছাত্রছাত্রীরা যখন ক্যাম্পাসে থাকবে তখন তারা সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস সম্পর্কে জানবে এবং বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি সম্যক নানা বিষয়ে ধারণা রেখে প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করবে। আমাদের 'সেন্টার ফর পিস' কাজ করছে সামাজিক প্রীতি ও সাম্য নিয়ে। 'সেন্টার ফর ওয়ার' আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করছে। অসংখ্য কো-কারিকুলার কার্যক্রম ও সেমিনারের মাধ্যমে আমরা একজন ছাত্রকে এমন মানসিক অবস্থানে নিয়ে যাই, যেখানে সে নিজেকে শুধু বাংলাদেশের বাউন্ডারিতে সীমাবদ্ধ না রেখে একজন 'বিশ্বনাগরিক' হিসেবে ভাবতে পারে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষায় আমাদের লক্ষ্য বিশ্বনাগরিক তৈরি করা।

ইত্তেফাক : বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী এবং আপনারা কীভাবে তা মোকাবিলা করছেন?

অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী : বড় চ্যালেঞ্জ হলো সমতা এবং নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ। অনেক সময় উচ্চ মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোও রেস্ট্রিকশনের কারণে তাদের পূর্ণ সক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না। আমরা গুণমানের প্রশ্নে আপসহীন থেকে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছি। আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা যেন ভেরি লো কোয়ালিটি ইনস্টিটিউশনে না গিয়ে মানসম্মত বড় প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায়।

ইত্তেফাক : এআই ও ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে বদলে দিচ্ছে? এনএসইউতে এআই বা ফিউচার স্কিল-ভিত্তিক কোর্সের বিস্তার নিয়ে কী পরিকল্পনা আছে?

অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী : এআই এখন আর ভবিষ্যতের বিষয় নয়, এটি বর্তমান। ওআইসি আমাদের একটি 'এআই ইন হেল্থ ল্যাব' দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গবেষণা ও উদ্ভাবনে জোর দিতে আমরা সরকারের সহায়তায় ইনোভেশন হাব ও ফ্যাব ল্যাব স্থাপন করেছি। আমাদের ইন্টেলিজেন্স মেশিন ল্যাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা হচ্ছে এবং রোবটিক্স নিয়ে কাজ করছে এনএসইউয়ের 'নিরো' উইং। ইউজিসির সর্বাধিক সংখ্যক একাডেমিক প্রকল্পসহ নামী চাইনিজ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আমাদের কারিগরি অংশীদারিত্ব রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা প্রতিনয়ত নতুন প্রযুক্তি ও বিশ্বসেরা জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা এআই জ্ঞান নিয়ে দেশ-বিদেশে বড় বড় চাকরিতে যোগ দিচ্ছে এবং অনেকে এআই ব্যবহার করে নতুন নতুন বিজনেস মডেল তৈরি করছে। প্রযুক্তির এই জোয়ারে এনএসইউ সব সময় পায়োনিয়ার হিসেবে থাকতে চায়।

ইত্তেফাক : দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রের সমন্বয় কতটা জরুরি?

অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী : দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে রাষ্ট্রের সহযোগিতা অপরিহার্য। উচ্চ প্রযুক্তির গবেষণা বা এআই ল্যাব স্থাপনে প্রচুর ক্যাপিটাল বাজেটিং প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাপোর্ট দেয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরো দ্রুত দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারবে। অবকাঠামোর চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতেই এনএসইউয়ের মূল গুরুত্ব। আমরা সার্টিফিকেট-সর্বস্ব শিক্ষার বদলে সাহিত্য, ইতিহাস ও নৈতিকতাকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি আমরা নিয়মিত সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা করি। এই মানবিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার কারণেই আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা কর্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখছে। একই সঙ্গে এনএসইউ সব সময় দেশীয় সমস্যা সমাধানে রিসার্চ করে যাচ্ছে, রাষ্ট্র পাশে থাকলে এই প্রভাব আরো সুদূরপ্রসারী হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি আমরা নিয়মিত সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা করি। এই মানবিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার কারণেই আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা কর্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখছে। একই সঙ্গে এনএসইউ সব সময় দেশীয় সমস্যা সমাধানে রিসার্চ করে যাচ্ছে, রাষ্ট্র পাশে থাকলে এই প্রভাব আরো সুদূরপ্রসারী হবে